শ্রীনিবাস

সংগীতশাস্ত্রী শ্রীনিবাসের জন্মকাহিনী, জন্মস্থান সম্বন্ধে গবেষকরা তেমন কোনো তথ্যের সন্ধান পাননি। তবে অনুমানিক ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কোনো মতে তিনি উত্তর ভারতীয় পণ্ডিত এবং বাংলার কাছাকাছি কোনো স্থানের অধিবাসী ছিলেন। আবার অন্যমতে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত।

শ্রীনিবাস 'রাগতত্ব বিরোধ' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। অনেকের মতে গ্রন্থখানি সংগীত পারিজাতের অনুকরণজাত এবং অহোবলের সিদ্ধান্তকেই গ্রন্থটিতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সংগীতশাস্ত্রী ডাঃ বিমল রায় মধ্যযুগের টোকাটুকি রীতিকে স্বাভাবিক মনে করে শ্রীনিবাসের গ্রন্থে স্বকীয়তাকে অনেক বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

সোমনাথ ও অহোবলের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে শ্রীনিবাস গমকের কতগুলি নাম উল্লেখ করলেও 'পূর্বাহত', 'হতহত', 'তারাহত' প্রভৃতি নামগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সোমনাথ ও অহোবল মধ্যযুগের বীণাবাদনের বিভিন্ন গমক ব্যবহারের কথা প্রায় সবকিছুই জানালেও পরে শ্রীনিবাস সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন।

রাগরূপ প্রকাশক ধাতুগুলিকে শ্রীনিবাস নতুন নাম দিয়ে প্রচার করেছেন। নামগুলি যথাক্রমে উদ্‌গ্রাহ, স্থায়ী, সঞ্চারী ও মুক্তায়ী বা সমাপ্তি। এই ধাতুগুলির ছোট অংশগুলিকে তিনি 'তান' বলেছেন। এক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে যে, স্থায়ী শব্দটি যেমন 'ধ্রুব'র স্থান অধিকার করেছে, তেমনি 'সঞ্চারী' শব্দটিও ধাতুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তবে 'মুক্তায়ী' শব্দটি আভোগেরই অর্থপ্রকাশক বলে এর মধ্যে

কোনো নতুনত্বর ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

লোচন, অহোবল ও শ্রীনিবাসের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বা তার পূর্বে শ্রুতির শাসন শেষ হয়েছে এবং ১২টি স্বরের ব্যবহার স্থায়ী হয়েছে। ৭ম শতক থেকেই দক্ষিণ ভারতে এরূপ ব্যবহার ছিল। পরবর্তী সময়ে কর্ণাটক, মুসলিম ও ইউরোপীয় প্রভাবের ফলে উত্তর ভারতেও ১২টি স্বরের সপ্তক প্রচলিত হয়েছে।

শ্রীনিবাসের 'রাগতত্ত্ব বিরোধ' গ্রন্থটি সংগীত ইতিহাসের একটি মূল্যবান সম্পদ। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতশাস্ত্রী শ্রীনিবাসের জীবিতকাল ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগ বলে অনুমান করা হয়।